আজকের কাগজ

তারিখ 03 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গণে শান্তি চাই

গত দু'দিন ধরে স্কুলের বালকরা এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি বহাল রাখার দাবীতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করেছে। তারা ক্লাস ফেলে কাঁধে স্কুলব্যাগ, কোথায়ও কোথায়ও হাতে লাঠি বা বোমা নিয়ে রাস্তায় কয়েকশ' যানবাহন ভাংচুর করেছে। পুলিশ প্রায় শতাধিক কিশোরকে গ্রেফতার করেছে। এর আগে জাতীয় সংসদের বর্তমান অধিবেশনেই এক প্রশ্নোত্তরে সরকার জানিয়েছিলেন যে, এসএসসি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তা সত্ত্বেও গত কয়েক দিনে কেমন করে এই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটল, কাদের মদতে ছাত্ররা রাস্তায় বেরিয়ে এল সে বিষয়টিও ভেবে দেখার দরকার আছে।

এই অঘটনের পর সরকার গত রোববার ও সোমবার প্রেসনোটে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোটে সকলের অবগতির জন্য দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, সুধী সমাজ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র বার্তিলের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। এই পদ্ধতি অবশ্যই বহাল থাকবে। তবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও এসএসসি পরীক্ষার মান বজায় রাখার লক্ষ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে তোলার জন্য প্রশ্ন ব্যাংক থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা হবে এবং যে সকল বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক ও ব্যবহারিক বিষয় রয়েছে, সে সকল বিষয়ের প্রতিটি অংশে ন্যূনতম ১২ নম্বর পেতে হবে। যে সকল বিষয় ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০ নম্বরের রচনামূলক অংশে বিভক্ত, সে সকল বিষয়ে পাসের জন্য প্রতি অংশে কমপক্ষে ১৫ নম্বর পেতে হবে। এই প্রেসনোট থেকে এই বিষয়ে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান হবে বলে আশা করা যায়।

এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পদ্ধতি গ্রহণের দু'বছর আগে থেকেই এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। দেশের শিক্ষাবিদ মহল থেকে, নীতি-নির্ধারকদের তরফ থেকে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। সেই সব বিষয় পর্যালোচনা করেই পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এই পদ্ধতি প্রণয়নের সময়ই পাঠ ও রচনা কৌশল উভয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদাভাবে পাস করার বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে জড়িত এক শ্রেণীর শিক্ষক এ পদ্ধতি রদ করার জন্য কোমলমতি কিশোর ছাত্রদের বিক্ষোভে প্ররোচিত করে। উভয় ক্ষেত্রে পাস করতে হলে ছাত্রদের যেমন স্কুলের ভেতরে পড়াতে হবে, তেমনি তাদের শুধু টিক মার্ক নয়, রচনামূলক প্রশ্নোত্তর লেখাও শেখাতে হবে। সে ক্ষেত্রে শুধু হ্যাঁ না-তে টিক দেয়ার ব্যবস্থা করে প্রাইভেট টিউশন বজায় রাখা যাবে না। এই ভয় থেকেই প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে জড়িতে এক শ্রেণীর স্কুলশিক্ষক ছাত্রদের উস্কে দিয়েছিলেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। গত বছরের এসএসসি পরীক্ষায় মেধার যাচাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের আগে তো পুরো পরীক্ষাই রচনামূলক ছিল, তখনও তো তাতে ৩৩ পেয়ে পাস করতে হত, তাহলে এখন ৫০-এ ১৫ নম্বর পাবার ব্যবস্থায় বাধা থাকতে পারে না। ছাত্রদের জানতে যেমন হবে, তেমনি স্বাধীনভাবে প্রশ্নের জবাব দেবার ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। সংখ্যা গরিষ্ঠ শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনোভাবও তাই।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবকদেরও দায়িত্ব আছে। তারা কেমন করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলের ক্লাস ফেলে প্রতিদিন বাইরে আসতে দিচ্ছেন? যদি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সুপারিশ থাকে, শিক্ষকদের ফোরাম তা কেন করছেন না, কেন একটি স্বার্থান্বেষী মহল ছাত্রদের ঠেলে দিচ্ছেন রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর করতে বা গ্রেফতার হতে? তবে এ কথাও ঠিক যে দেশের বিপুল সংখ্যকশিক্ষক-অভিভাবক এই অবিবেচনাপ্রসূত কাজের সঙ্গে জড়িত নেই।

স্কুলছাত্রদেরও এ কথা উপলব্ধি করানোর প্রয়োজন আছে যে, যারা তাদের এই পথে ঠেলে দিচ্ছে, তারা তাদের কল্যাণকামী কেউ নয়। শুধু পাস করাই বড় কথা নয়, প্রকৃত জ্ঞানার্জনই বড় কথা—এই সত্যও তাদের বোঝাতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে সবটাই পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এ নিয়ে আর বাক-বিতণ্ডার অবকাশ নেই। আমরা শিক্ষাঙ্গণে শান্তি চাই। আশা করি সে ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করবেন।